শৈলকুপায় আ. লীগ নেতার দেওয়া হয়রানিমুলক মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ভুয়া কাগজ দিয়ে খাস জমি রেকর্ড করে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলার উত্তর মির্জাপুর বাজারে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ভুক্তভোগী ১০ টি পরিবারসহ এলাকাবাসী অংশ নেয়।

সেসময় বক্তব্য রাখেন ভুক্তভোগী, এতেম আলী, লাখি খাতুন, মীর শওকত আলী, নওশের আলী, আলমাস জোয়ার্দ্দার, নাজমুল হাসান সুজনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, ভরাট হওয়া ডাকুয়া নদীর ৩ টি দাগে ৩ একর ৫৩ শতক জমি ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আমিরুল ইসলাম বাবলু জোয়ার্দ্দার ভুয়া কাগজ দেখিয়ে রেকর্ড করে নেয়।

সরকার মামলা করলে ২০০৭ সালে আদালত সরকারের পক্ষে রায়ও দেয়। কিন্তু প্রতারক বাবলু জোয়ার্দ্দার সেই জমি এখনও নিজের দাবী করে জমিতে থাকা গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। বক্তারা মামলা প্রত্যাহার ও জালিয়াত বাবলু জোয়ার্দ্দার’র বিচারের দাবী জানান।

বিএনপি সরকার আওয়ামী লীগের পথে হাঁটতে শুরু করেছে

এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সমন্বয়ক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, “বর্তমান বিএনপি সরকার আওয়ামী লীগের পথে

হাঁটতে শুরু করেছে। তারা পুলিশকে দলীয় লাঠিয়াল বাহিনীর মতো ব্যবহার করতে চাইছে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে।”

গতকাল সোমবার বিকেল ৬টায় ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে স্থানীয় এনসিপি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

গত ২২ মে ঝিনাইদহে এনসিপির কেন্দ্রীয় মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ ও হামলার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় এনসিপি ও জেলা ছাত্রদল পাল্টাপাল্টি মামলা করে। ছাত্রদলের দায়ের করা মামলায় এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজাসহ তিনজনকে আটক করে পুলিশ। এর প্রতিবাদে সোমবারের সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, “আইনমন্ত্রীর জেলা ঝিনাইদহ। দুঃখজনক হলেও সত্য, এখানকার আইন আদালত সরকারের একটি মহলের হাতে বন্দি হয়ে পড়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আমাদের আশা ছিল পুলিশ জনগণের বাহিনী হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিজেদের সরকারপন্থি হিসেবে উপস্থাপন করছেন।”

হাসনাত আবদুল্লাহ অভিযোগ করে বলেন, “সরকার আওয়ামী লীগের মতো বিচার বিভাগ ও পুলিশকে দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। আওয়ামী লীগ এ কারণেই জনরোষে বিদায় নিয়েছে। বর্তমান সরকারও যদি একই পথে হাঁটে, তাহলে জনগণ তা মেনে নেবে না।”

তিনি আরও বলেন, “আজ বিএনপি, এনসিপি ও জামায়াত নিজেদের মধ্যে সংঘাতে জড়াচ্ছে, আর ভারতে বসে আওয়ামী লীগ হাসছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর এমন পরিস্থিতি হওয়ার কথা ছিল না।”

সংবাদ সম্মেলন শেষে এনসিপি নেতাকর্মীরা পায়রা চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এসময় বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজা ও মুখ্য সমন্বয়ক রিফাত রশিদসহ অন্যান্য নেতারা।

প্রসঙ্গত, ছাত্রদল নেতার দায়ের করা মামলায় রোববার এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব তারেক রেজাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোমবার সকালে ঝিনাইদহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন। তবে একই মামলায় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় নেতা অয়ন রহমান খানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়।

কুষ্টিয়ায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডেকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাকে গুলি

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা, সদরপুর এলাকায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডেকে নিয়ে শফিকুল ইসলাম আজম (৫২) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে সদর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্বৃত্তদের ফেলে যাওয়া তিন রাউন্ড গুলি, ম্যাগাজিন ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে।

রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের সদরপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
শফিকুল ইসলাম ওই ইউনিয়নের বিলআমলা গ্রামের মৃত আবুল মণ্ডলের ছেলে। তিনি আমলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় শফিকুল ইসলাম সদরপুর বাজারে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন। এ সময় কয়েকজন তাঁকে প্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে ডেকে নেয়। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

কুষ্টিয়ার সহকারী পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) মুহাম্মদ মাহমুদুল হক মজুমদার বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থল থেকে তিন রাউন্ড গুলি ও ম্যাগাজিন জব্দ করা হয়েছে।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) হোসেন ইমাম বলেন, ডান চোখ,

বাম চোয়াল ও পেটের ওপর গুলি করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, পেটে লাগা গুলি ভেতরের রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যার কারণে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে গড়িমসি

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন বিকালে দূর্বৃত্তদের হামলায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়। ঘটনার দেড় বছর অতিবাহিত হলেও ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি চাহিদা পাঠালেও এখনও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। এ ঘটনার পর থেকে মুজিবনগরে পর্যটকরা এসে হতাশায় ভুগছেন।

ভাস্কর্যগুলো মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা ইতিহাস তুলে ধরতো পর্যটকদের কাছে। ভাস্কর্যগুলো ভাংচুর হয়েছে শুনে রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁরা এ দূর্বত্তায়ানের বিচার দাবি করেছেন। তবে এ ঘটনায় কোন মামলা হয়নি।

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট বিকাল থেকে রাত প্রায় ১০ টা পর্যন্ত দূর্বৃত্তরা দফায় দফায় এ হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে।

ওই সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সরকার পতনের খবর ছড়িয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর থেকে প্রায় দুই শতাধিক র্দর্বৃত্ত রড, বাঁশ ও হাতুড়ি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে। প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলে। একই সময়ে এলোপাতাড়িভাবে আঘাত করে ‘১৭ এপ্রিলের গার্ড অব অনার’ ভাস্কর্যটিতে। আরও একটি দল ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের আত্মসমর্থনের ভাস্কর্যগুলোতে আঘাত করে। তবে সেখানে খুব বেশি ভাঙচুর করতে পারেনি তারা। পরে কমপ্লেক্সের মধ্যে দেশের মানচিত্রের আদলে তৈরি করা মুক্তিযুদ্ধের ১১টি

সেক্টরে যুদ্ধের বর্ণনা সংবলিত ছোট ভাস্কর্যগুলো ভেঙে আশপাশে ছুড়ে ফেলে। আরও একটি দল শহীদ স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটকটি ভেঙে নিয়ে যায়।

ওই সময়ে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্য সুমন আহমেদ বলেছিলেন, ‘তিন শতাধিক ছোট-বড় ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমরা প্রথমে তাদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তারা ভাস্কর্যগুলো ভাঙতে শুরু করে। এসময় আমাদের এক সদস্য পড়ে গিয়ে আহত হন। একদল এসে কিছূ ভাস্কর্য ভেঙে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার আর একদল এসে স্মৃতি কমপ্লেক্সের মানচিত্র ও গ্যালারির সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলে। দূর্বৃত্তরা সীমনা রেলিং, স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটক, পানির পাম্পসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করেও নিয়ে গেছে।’

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে স্থাপিত আনসার ক্যাম্পের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবেদার রবিউল ইসলাম বলেন, ‘যখন দুর্বৃত্তরা এখানে হামলা শুরু করে, তখন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মুঠোফোনে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল। তিনি কোনো নির্দেশনা দিতে পারেননি। এ কারণে আনসার সদস্যরা নিজেদের জীবন ও অস্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যারাকে অবস্থান নেন।’

সম্প্রতি সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, ভিতরে প্রবেশ করে মনে হলো যেন এক বিরানভূমি। দর্শনার্থীদের পদভারে মুখরিত মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটি আজ নির্বীকার হয়ে দাড়িয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে পর্যটন মোটেল, মসজিদ ও রাষ্ট্রীয় অতিথিদের বাংলো। এগুলো ভাংচুর করা হয়নি। এগুলো পেরিয়ে স্মৃতি কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সের সামনে সারি সারি ভাস্কর্য। সেখানে সব ভাস্কর্য কমবেশি ভাঙচুর করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদের ভাস্কর্যটিকে আঘাত করা হয়েছে। গার্ড অব অনারের ভাস্কর্যগুলোতে এলোপাতাড়ি আঘাত করা হয়েছে। ভাস্কর্যগুলো ভেঙে পড়ে আছে। চেনার উপায় নেই সেগুলো। বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপরে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১টি সেক্টরের আদলে তৈরি ছোট ভাস্কর্যগুলো একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কমপ্লেক্সের পেছনে জয় বাংলা তোরণের ‘জয় বাংলা’ লেখাটি খুলে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। তবে অক্ষত রয়েছে মসজিদ, এতিমখানা, বাংলোগুলো।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী

সরকার গঠনের লক্ষ্যে নিরাপদ স্থান বিবেচনায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা (বর্তমান মুজিবনগরে) সমবেত হন। সেখানে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার পরে ওই স্থান নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এম এ জি ওসমানীকে সরকারের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। মুজিবনগরে তৎকালীন সাবডিভিশনাল পুলিশ কর্মকর্তা মাহবুব উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রমের নেতৃত্বে ১২ জন আনসার সদস্য বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এই অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়।

পরে ১৯৮৭ সালে মুজিবনগর আম্রকাননে নির্মাণ করা হয় স্মৃতিসৌধের। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ স্থানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে ১৯৯৬ সালে ওই স্থানে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তি আওয়ামী লীগ সরকার মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটিকে আন্তর্জাতিক মানের মুক্তিযুদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে ৪০৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ স্বেচ্ছাশ্রমে দীর্ঘদিন ধরে পরিচ্ছন্ন করে আসছেন সুভাস মল্লিক। তিনি বলেন, মুজিবনগরের সৌন্দর্য সব শেষ হয়ে গেছে। আর ভালো লাগছে না। পর্যটকরা এসে আর কী দেখবেন?

মুজিবনগরে বেড়াতে যাওয়া স্কুল শিক্ষক ইয়ামিন হাসান বলেন, ‘রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু ইতিহাসের উপর আঘাত করা মোটেও কাম্য নয়। ইতিহাসের টানে বারবার মুজিবনগরে আসি। কিন্তু আগের সেই মুজিবনগর আর পাই না। বর্তমান সরকারের উচিত খুব্র দ্রুত সময়ের মধ্যে ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজনেই মুজিবগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পুনর্গঠণ করা।’

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমেপ্লেক্সের একেকটি ভাস্কর্য স¦◌াধীনতার প্রতীক। যারা এগুলো ভেঙেছে তারা গর্হিত কাজ করেছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ ঘটনার শোনার পর থেকে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কাছে দাবি করি সুষ্ঠ তদন্ত করে

দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং ভেঙে ফেলা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন করার দাবিও জানান তিনি।’

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা মুজিবনগরে পরিদর্শন করে একটি চাহিদা পাঠাতে বলেছিলেন। তারপরই আমরা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন, অবকাঠামো ও ইলেকট্রিক কাজগুলো মেরামত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন প্রতি উত্তর আসেনি।’

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা বলেন, ‘জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে আমি যোগদান করার আগেই। তবে এখনো মন্ত্রণালয় থেকে কোন নির্দেশনা আসেনি।’

মুজিবনগর থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় থানায় কোন মামলা হয়নি।’

মেহেরপুর পৌর আ. লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুলের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুলের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শনিবার ভোরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ইকবাল হোসেন বুলবুল শহরের বোসপাড়ার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম ছহিউদ্দীন বিশ্বাসের মেজ ছেলে এবং সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের মেজো ভাই।

জানাজায় প্যারোলে মুক্তি পেয়ে উপস্থিত হন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইকবাল হোসেন বুলবুলের বড় ভাই সহিদ সাদেক হোসেন (বাবুল), জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক আরিফুল এনাম বকুল, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ তার আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের দাফন সম্পূর্ণ

মুজিবনগরে হাজারো মানুষের ভালোবাসা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৪ বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ্ব জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের দাফন সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার দুপুরে আলহাজ্ব জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের মৃতদেহ আনন্দবাস বিশ্বাসপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে বিশ্বাসপাড়া ফুটবল

খেলার মাঠে মৃতদেহের জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে জানাজার নামাজের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মিরা দাড়িয়ে শোক শ্রদ্ধা জানান।

এ সময় তার বিগত সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ড, তার ভালো কাজের কৃতঙ্গতা প্রকাশ করে বিভিন্ন কথা উপস্থিত জনগনের সামনে তুলে ধরেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজউদ্দীন খান এবং মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

এ সময় তিনার রাজনৈতিক জীবনের সকল ভূলত্রুটির জন্য সকলের কাছে ক্ষমা পার্থনা করেন।

উক্ত জানাজায় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন সহ জেলা বিএনপি ও উপজেলা বিএনপি এর নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও জেলা উপজেলার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ হাজার হাজার জনগণ উক্ত জানা যায় অংশগ্রহণ করেন।

এর আগে খেলার মাঠেই রাষ্ট্রীয়ভাবে তার লাশের গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং সালাম প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার রাত এগারোটার দিকে ঢাকা স্কয়ার হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আবেদন করেননি কারাবন্দি

আ.লীগের নেতারা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলায় পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মোট ৬ হাজার ৬৬২ ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে সংসদীয় আসন ৭৩, মেহেরপুর-১ আসনের জন্য ৩ হাজার ৫২০ এবং সংসদীয় আসন ৭৪, মেহেরপুর-২ আসনের জন্য নিবন্ধন করেছেন ৩ হাজার ১৪২ ভোটার।

এদিকে কারাগার থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ চালু হওয়ায় মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ২২ বন্দি ভোটার। তবে কারাগারে থাকা সাবেক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রভাবশালী নেতা এ সুযোগের জন্য আবেদন করেননি।

জানা গেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সাবেক পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামসহ কারাগারে থাকা আওয়ামী লীগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আরও কয়েকজন নেতা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আবেদন করেননি।

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিস থেকে সরবরাহ করা ভোটার তথ্যের সিডি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, জেলার দুটি আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৮০ জন। পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৬ জন। এদের মধ্যে নতুন ভোটার ৩১ হাজার ৭১৪ এবং পোস্টাল ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬২ জন।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে প্রবাসে অবস্থানরত ভোটার, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনানুগভাবে হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে আইটি-সাপোর্টেড পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত (আইসিপিভি) ভোটারদের

মধ্যে ব্যালট পাঠানো হচ্ছে।

ইসি ও প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক ওসিভি-এসডিআই প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬০৩ জন ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩৬৭ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং ৪ হাজার ৯০২ জন ভোটদান সম্পন্ন করেছেন। পাশাপাশি ২ হাজার ৩৯৪ জন ভোটার পোস্ট অফিস বা ডাকবাক্সে ব্যালট জমা দিয়েছেন।

অন্যদিকে, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী চার লাখ ৫৮ হাজার ৫৯ জন প্রবাসী ভোটার ইতোমধ্যে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ইসির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সাত লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট সংশ্লিষ্ট প্রবাসী ভোটারদের গন্তব্য দেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং এক লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি ভোটের ব্যালট দেশে ফিরে এসেছে।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া প্রার্থীরা

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে। নিজেদের পক্ষে ভোট টানতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে অধিকাংশ প্রার্থী সরব হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতাকর্মীদের ওপর জুলুম করা যাবে না বলে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তাঁরা। তাদের হয়রানি না করতেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই সরকারের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। অনেকে দাবি করেছেন, তা না হলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক

অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে প্রকাশ্যে দলটির পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন।

একটি নির্বাচনী সভায় মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগে যেমন খুনি আছে, তেমনি অনেক আদর্শিক সৈনিকও আছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। আমি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলাম, সেটি আমি হতে দেইনি।’

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে বিএনপির প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। তিনিও নির্বাচনী প্রচারে কৌশলে আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের নিরীহ ও সাধারণ কাউকে যেন জুলুম বা অত্যাচার করা না হয়।’ চব্বিশের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধেও তিনি প্রকাশ্যে কথা বলছেন।

এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগের ভোট টানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলটির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিচ্ছেন।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-২ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের অন্যান্য প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকরাও আওয়ামী লীগের ভোটারদের কাছে টানতে নানা কৌশল অবলম্বন করছেন।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবারের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কার্যত নির্বাচনী মাঠে নেই। ঝিনাইদহের সবকটি আসনেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের মধ্যে। এ কারণে প্রার্থীরা কৌশলে আওয়ামী লীগের ভোটার টানার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ভোটারদের নিরাপদে রাখার আশ্বাস দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ ভোট না দিলে নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। এটি ভোটের রাজনীতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে। তবে আওয়ামী লীগের ভোট কোন প্রার্থী পাবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা একে অপরের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। অনেককে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, যা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে।’

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের নির্বাচনে জেলার চারটি আসনে মোট ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন, পুরুষ ভোটার ৮ লাখ ৩৯০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৯ জন।

দর্শনা শতাধিক আওয়ামী লীগ সমর্থিত শ্রমিক বিএনপিতে যোগদান

দর্শনা পৌর এলাকার রেল ইয়ার্ডের সরদার মনু মিয়াসহ শতাধিক আওয়ামী লীগ সমর্থিত শ্রমিক বিএনপিতে যোগদান করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে লেবার সরদার মনু মিয়ার নেতৃত্বে এসব শ্রমিক আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন।

যোগদান অনুষ্ঠানে দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সমন্বয়ক হাজী খন্দকার শওকত আলী এবং হাবিবুর রহমান বুলেট নবাগতদের হাতে হাত রেখে দলে স্বাগত জানান।

এ সময় নেতৃবৃন্দ বলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় আমরা একজন ভালো মানুষ পেয়েছি, যিনি সৎ, নির্ভীক এবং দলের কাছে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত চাওয়া নেই। তিনি একজন সেবক হিসেবে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে চান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মিঠু, আপু সুলতান, জিয়াউল হক শাহিন, যুবদল নেতা সেলিম মেহবুব লিটন, সিএন্ডএফ ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম, সাবেক

ছাত্রদল নেতা সেলিম মাহফুজ মিলটনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সবশেষে বিএনপির নেতাকর্মীরা নবযোগদানকারী শ্রমিকদের হাতে ধানের শীষের ব্যাজ পরিয়ে দেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল।

দর্শনায় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন চন্ডিপুর গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সিদ্দিক (৬৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করে দর্শনা থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আবু সিদ্দিক উপজেলার চন্ডিপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত তরিবত মন্ডলের ছেলে এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার ভোরের দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ টিম উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সিদ্দিক-কে গ্রেপ্তার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃত আবু সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নাশকতা মামলা হয়েছে। তাকে দুপুরে চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।